মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৮

মেহেরপুর সদর থানা ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ৪ জন, ৩৪ ধারায় ১ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও নিয়মিত মামলায় ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তারা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

আজ বুধবার (৯ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে নৌকার বিজয় পেতে উপজেলা আওয়ামীলীগকে

ঐক্যবদ্ধতার সাথে কাজ করতে হবে-মোখলেছুর রহমান মুকুল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতিয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি মুলক সভা করেছে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোখলেছুর রহমান মুকুল।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা আওয়ামীলীগ আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা সদস্য হাজি মোঃ ইছারুদ্দীন।

প্রস্তুতিমুলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেসুর রহমান মুকুল বলেন, গাংনীতে আবারও নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে উপজেলা আওয়ামীলীগকে ঐক্যবতার সাথে কাজ করতে হবে। উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যে যেখানেই থাকুকনা কেন নির্বাচনের সময় সকলেই বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা শেখহাসিনার সৈনিক। তারা জাতে মাতাল তালে ঠিক। যে যেমন মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামীলী তাকে সেই মুল্যায়ন করে বলেই বর্তমান সরকার আর সার্বজন নন্দিত। আমরা সেই আওয়ামীলীগের সৈনিক হিসেবে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগকে আরও গতিশীল করতে মাঠে কাজ করছি। গ্রামে গ্রামে তৃণমুল নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আওয়ামীলীগ সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরছি। বিগত ৩০ বছরে গাংনীতে আওয়ামীলীগের যে অবস্থান ছিল, সেই অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ আওয়ামীলীগে রুপান্তিরিত করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও নৌকা মার্কাকে জয়যুক্ত করতে এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্তকে রুখে দিতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ ঐক্যবদ্ধতার সাথে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, ব্যবসা ভিত্তিক রাজনীতি করে কখনও মানুষের সেবা করা যায়না, মানুষের মন জয় করা যায়না। ব্যবসা ভিত্তিক রাজনীতি থেকে গাংনীর রাজনীতিকে বের করে জনসেবা মুলক রাজনীতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তৃণমুলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের একত্রে কাজ করার

আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত তৃণমুলের নেতাকর্মীরা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে মোখলেসুর রহমান মুকুলের পক্ষে নৌকার মনোনয়ন দাবী করেন। অন্যান্য বক্তারা বলেন, এপর্যন্ত যারা এমপি হয়েছেন তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যাস্ত থেকেছেন। জনগনের দুর্দশার কথা শোনেননি কেউ। সকলেই জনগনের দাবীকে কানের মধ্যেই গুজে রেখেছেন। মোখলেসুর রহমান মুকুল কখনও নিজের কথা না ভেবে,পরিবারের কথা না ভেবে মানুষের সেবা করেছেন। জনগনের জন্য মাঠে ময়দানে কাজ করেছেন। মানুষের সেবা করতে গিয়ে প্রতিহিংসায় জেল খেটেছেন একাধিকবার এবং আওয়ামীলীগ করতে গিয়ে জামাত বিএনপির রোষানলে পড়ে গ্রাম ছাড়া হয়েছিলেন দীর্ঘদিন। তার এই ত্যাগের মুল্যায়ন করে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেছেন। এবারের নির্বাচনেও সময়ও মানুষ তাকে এমপি হিসেবে দেখতে চাইছেন।

অনুষ্ঠানে কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মহনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ বারি, কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, ষোলটাকা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়াসমীলীগের সহ সভাপতি আব্দুল মেলেটারি, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নবীরুদ্দীন প্রমুখ। প্রস্তুতিমুলক আলোচনা সভায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার আওয়ামীলীগ তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গাংনীতে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাদির হোসেন শামীম, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক

স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক অফিসার নাছিমা খাতুন, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও মেহেরপুর ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, গাংনী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ ইমরান হোসেন, সহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা,রাজনৈতিক নেতৃত্ব বৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে ৮ জন উপকারভোগীকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জোবাইদা রহমানের মামলার রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মেহেরপুর জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম।

আজ মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা আইনজীবী ভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়।মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা জজ আদালত চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদের আইনজীবী ফোরামের সাধারণ

সম্পাদক অ্যাড: মারুফ আহাম্মদ বিজন, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড: কামরুল হাসান, সদস্য অ্যাড: মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, অ্যাড: নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচিতে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩ তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসানের সভাপতিত্বে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া।

এছাড়াও এসময় সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিক, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডঃ আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আব্দুল কাদির মিয়া,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, জেলা আনসার কমান্ডেন্ট সাহাদাত হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দীন, মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বি, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামিম আরা হীরা, পৌর কাউন্সিলর রোকসান কামাল রুনু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে ২৫ জন দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়ামিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী, সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এই তিন আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল এই গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে হেফজখানার খাদেম হত্যা মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন

গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের হেফজখানার খাদেম ছৈরুদ্দিন হত্যা মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আদালত।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার

আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক ইন্দা ও একই গ্রামের শুকুর আলী ছেলে মো: খোকন আলী।

আজ মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ এই রায় দেন।

মামলার বিবরণ জানা গেছে, ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের ছৈরুদ্দিন সাহেবনগর কবরস্থান সংলগ্ন হেফজখানা কমিটির খাদেম ছিলেন। ঘটনার দিন সকাল ৯ টার দিকে হেফজখানায় দান করা ৩ ছাগলের জন্য কাঁঠালের পাতা কাটতে যান। ঐদিন সকাল ৯ টা ১০ মিনিটের দিকে ছৈরুদ্দিন সাহেবনগর গ্রামের মিন্টু মিয়ার মেহগনি বাগানের কাছে পৌঁছানোর পর জঙ্গলের মধ্যে পাতা কাটতে ঢোকেন। এসময় সেখানে ওৎ পেতে থাকা ইমদাদুল হক ইন্দা ও মো: খোকন আলী তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে রেখে চলে যায়।

এ ঘটনায় নিহত ছৈরুদ্দিনের ছেলে আখের আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ০২, তারিখ ০৩/০৯/২০২০ ইং, জি আর মামলা নং ২০৬/২০২০। সেশন মামলা নং ৩২০/২০২১।

প্রথমে মামলাটির তদন্ত ভার পড়ে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাজেদুর রহমান। পরে মামলাটি কুষ্টিয়ার পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পি বি আই)’র এসআই শরিফুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইমদাদুল হক ইন্দা ও খোকন আলিকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে আসামী ইমদাদুল হক ইন্দা ও মো: খোকন আলী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদের ২ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলা রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামীর পক্ষে অ্যাডভোকেট আতাউল হক ও অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে হারানো ৩৯ ফোন উদ্ধার করে দিল পুলিশ

হারানো ৩৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। সেইসঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্থান্তর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) বেলা ১২ টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকৃত মালিকদের কাছে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্থান্তর করেন পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

তিনি জানান, ১ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৩৯টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৬০ হাজার টাকা উদ্বার করেছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। সেগুলো প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উদ্ধারকৃত টাকা ও মোবাইল ফোনের মধ্যে সদর থানা ১৩ টি, গাংনী থানা ১৫ টি ও মুজিবনগর থানায় ১১ টি ফোন ও টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এ সময় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তরুনদের কাছে জনপ্রিয় প্রার্থী ইমন

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসন থেকে বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে জানান দিয়ে ইতোমধ্যে নির্বাচনী মাঠে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

তবে বিভিন্ন মহল থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, সংসদ সদস্য নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনের জন্য আওয়ামী লীগে থাকতে পারে নতুন চমক। এমন দাবি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে স্থানীয় নেতাকর্মীর মাঝে। তবে বৃহৎ দু’দলের ভোটের সমীকরণ যাই হোক না কেন, নতুন প্রার্থীদের আগমনী বার্তায় কিছুটা বিমর্ষ পুরাতন প্রার্থীরা।

মেহেরপুর-১ আসনে বিগত রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকেই সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন চরম পর্যায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হয়েছে। এর পর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের কোন্দলের মাত্রা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্যেও বিবাদ এখন তুঙ্গে।

জেলা আওয়ামীলীগ এখন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন এবং সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক মোমিন উদ্দীন রয়েছে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের গ্রপে। বাকী সকল নেতা কর্মী এক ছাদের নিচে।

তবে, মাঠে বেশ মজবুতভাবেই সক্রিয় রয়েছেন বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা এমএএস ইমন। ইতোমধ্যে এমএএস ইমন ও তার কর্মীরা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। আওয়ামী লীগের উন্নয়ন চিত্র ঘরে ঘরে পৌছে দিচ্ছেন। বর্তমানে মেহেরপুর-১ আসনের তৃণমুলের নেতা কর্মীর কাছে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এমএএস

ইমন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুরের স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যা,সাধারণ জনগনের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়া তিনি রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোবাংলার পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হিসিবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহ সম্পাদক ছিলেন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুর-১ আসন (সদর মুজিবনগর) থেকে সরকার সমর্থিত বেশ ক’জন মনোনয়ন প্রত্যাশীও রয়েছেন সরবে। এদের মধ্যে দু’একজন প্রার্থী ঈদ-কোরবানি উপলক্ষ্য করে এলাকাবাসীকে ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়ে সেঁটে দিয়েছেন রঙ্গিন পোস্টার। তবে, এ আসনে আওয়ামী লীগের পুরনো প্রার্থীর চেয়ে নবাগত প্রার্থীদের বেশ দাপটও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন নৌকার টিকিট লাভে প্রত্যাশী বলে জানা গেছে।

মনোনয়ন প্রত্যাশীর তালিকায় আরও রয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির। তাদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

স্থানীয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শরীফ রেজা পান্না বলেন, মেহেরপুরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যক্তি ইমেজ ও নির্বাচনী মাঠে এমএএস ইমনের কোনো বিকল্প নেই। মেহেরপুরে নতুন করে কাউকে ভাবলে এবং নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে ইমনকেই ভাবছেন সাধারণ জনগন। ইমনের মাঠ পর্যায়ে রয়েছে বিরাট কর্মী বাহিনী। তৃনমূলে রয়েছে তার অসংখ্য ত্যাগী নেতাকর্মী। যাদেরকে নিয়ে তিনি বলীয়ান। এই নেতা মনে করেন দল তাকে মনোনয়ন দিলে দলীয় সকল গ্রুপিংয়ের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবেন।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সদস্য বেলাল হোসেন বলেন, মেহেরপুর সদর আসনের আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের কাছে ইমন ছাড়া কোনো কথা নেই। সামনের নির্বাচনে বিএনপি মাঠে থাকলে মেহেরপুরের আসনে

বিএনপির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলে ইমনকেই মনোনয়ন দিতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সংসদ সদস্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে মনোনয়ন দিলে মাসুদ অরুনের কাছে তিনি টিকবেন না। তাই তার সাথে ভোটযুদ্ধে ইমনের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে আওয়ামী লীগের মধ্যে মত পার্থক্য আর বিভক্তি কাটিয়ে উঠতে হলে নতৃনত্ব আনতেই হবে।

পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য এএসএম ফরিদ উদ্দীন বলেন, জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান সভাপতি ও এমপি ফরহাদ হোসেনের সাথে জেলা উপজেলা, ইউনিয়ন ও তৃণমুলের কোনো নেতা কর্মীর সাথে যোগযোগ নেই। তার নিজের আত্মীয় স্বজনদের নিয়েই ব্যাস্ত সময় পার করে। তার সময়ে দলীয় কোন্দলে জর্জরিত জেলা আওয়ামীলীগ। সামনের নির্বাচনে বিএনপি এলে মেহেরপুর-১ আসনটি মাসুদ অরুনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হলে ইমনের কোনো বিকল্প নেই। মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগরের মানুষের সাথে এমএএস ইমনের দৈনন্দিন যোগাযোগ হয়। যার ফলে তৃণমুল মানুষের কাছে ইমন একটি আবেগের স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে এমএএস ইমন মনোনয়ন পেলে সাধারণ ভোটারদের একটি বিরাট অংশ ভোট ইমন পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এমএএস ইমন বলেন, নতুনত্ব ও যুগ উপযোগী পরিবর্তনের অঙ্গিকার নিয়ে আমি মেহেরপুর জেলাকে গড়ে তুলতে চাই। নতুন প্রজন্মকে মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ নৈতিকতা ও সত্যিকারের মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবো। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মেহেরপুরকে দেশের দ্বিতীয় স্থায়ী রাজধানী হিসেবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। মুজিবনগরে বছরে অন্তত একটি সংসদ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা, বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া। তিনি বলেন, অবিলম্বে একটি আন্তর্জাতিক মানের পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা করা, সরকারি উদ্যোগে জেলাতে একটি কৃষি ভিত্তিক কলকারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা, মেহেরপুরের বিসিককে আধুনিকায়ন ও গণমুখী করা। মেহেরপুরে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে এম এ এস ইমন বলেন, মান সম্পন্ন কারিগরী ও প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ গড়ে তোলা, মেহেরপুরে পর্যটন শিল্পের বিকাশে একটি সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা এবং মেহেরপুর কৃষি প্রধান জেলা হওয়ায় জেলাতে একটি আন্তর্জাতিক মানের কৃষি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কৃষি উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঈশ্বরদীতে বালুর স্তুপে চাপা পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

ঈশ্বরদীর সারা ঘাটে বালুর স্তূপে খেলা করতে গিয়ে বালুচাপা পড়ে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার (৭ আগস্ট) বিকালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার স্বীকার শিশু দুইটি হচ্ছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ৫ নং সারা ঘাট এলাকার হাসানের ছেলে জিহাদ (১২) এবং মোহাম্মদ আশরাফুলের ছেলে হিমেল (৯)। ঘটনাটি ঈশ্বরদী থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঈশ্বরদী নৌ পুলিশ সদস্যরা তদরকি করছে।

জানা গেছ, স্কুল ছুটির পর বিকাল ৪ টার দিকে শিশু দুটি খেলা করতে যায়। বালুর স্থুপে খেলা করতে করতে কখন যে তারা বালুর স্তুপে চাপা পড়ে সেটি কেউ দেখেনি। ছেলে সন্ধ্যায় বাড়িতে না আসায় হিমেলের পিতা আশরাফুল ও আরো লোকজন শিশু দুটিকে খুজতে খুজতে আনুমানিক রাত আটটার দিকে লোকমুখে শুনতে পায় যে বালুর স্তুপে তারা খেলা করছিলো। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শিশু দুটির স্বজনরা বালুর স্তুপের বিভিন্ন জায়গায় বালু সরিয়ে অনুসন্ধান করে বালুর স্তুপের ভিতর বাচ্চা দুটিকে পেয়ে ঈশ্বরদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আনে। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শিশু দুটিকে মৃত ঘোষনা করেন।

ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা না অন্য কিছু সে বিষয়ে ঈশ্বরদী থানা পুলিশের সহায়তায় সার্বিক ভাবে তদন্ত করছে নৌ পুলিশের ঈশ্বরদী শাখা।